

## Book Reviews

**কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার: একটি সার্বিক পর্যালোচনা**, লেখক: মাওলানা সৈয়দ জিল্লুর রহমান, মোমতাজুল মোহাম্মেদীন ও এম. এ. (চ. বি.), প্রকাশক: দারুল আনওয়ার, প্রকাশ: জুন ২০১৪, মোট পৃষ্ঠা: ৮৮।

**রিভিউ ও সংক্ষেপণ:** শাহ আব্দুল হান্নান, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার, E-mail: shah\_abdul\_hannan@yahoo.com

**অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকার: মাওলা ও মাওয়ালী বনাম আছাবা**

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণ দু'প্রকার। যে সকল উত্তরাধিকারীর হিসসা নির্ধারিত, তাদেরকে বলা হয় 'যবীল ফুরূজ'। যেমন: স্বামী, স্ত্রী, মাতা, মাতামহ প্রমুখ। আর যে সকল উত্তরাধিকারীর হিসসা নির্ধারিত নয় বরং যারা 'যবীল ফুরূজ' উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ সম্পদ এবং তাদের উপস্থিতিতে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন, তাদেরকে বলা হয় 'মাওলা', উলামাগণ যাদেরকে অভিহিত করেন 'আছাবা' নামে। যেমন: পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি, পিতা-পিতামহ, ভাই-বোন প্রমুখ। আমরা অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী লোকদেরকে এ 'মাওলা' নামে অভিহিত করতে চাই। কিন্তু উলামায়ে কেবাম তাদেরকে 'আছাবা' নামে অভিহিত করেন। আমাদের এ শব্দ চয়নের প্রধান কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে এ নামে উত্তরাধিকারীদেরকে অভিহিত করেছেন। আর 'মাওলা' শব্দটি একটি ব্যাপক শব্দ, যা দিয়ে সকল অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিসসাদার উত্তরাধিকারীদেরকে শামিল করা যায়। তাছাড়া আল্লাহ যে নামে ওয়ারিসদেরকে চিহ্নিত করতে চান, সে নাম ব্যবহারের মধ্যে বরকত রয়েছে। তবে অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, আমরা কন্যা সন্তানসহ নারীদেরকেও এ অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিসসাদার উত্তরাধিকারীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমরা মনে করি, কন্যা সন্তানগণও মাওলা হতে পারেন। পক্ষান্তরে, আছাবা শব্দটি একটু কম শক্তিশালী শব্দ যা আত্মীয় নারীদেরকে ছাড়া অপরাপর মাওলাদেরকে শামিল করলেও অনাত্মীয় মাওলাদেরকে মোটেই শামিল করে না। এ কারণে ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকে বুঝাতে ঐ 'মাওলা' শব্দেই ফিরে যেতে হয়। 'আছাবা' পরিভাষার যারা সমর্থক ও ব্যবহারকারী, তারাও ক্রীতদাসের মুক্তিদাতাকে বুঝাতে 'মাওলা আতাকা' এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধুকে বুঝাতে 'মাওলা মাওয়ালাত' শব্দ প্রয়োগ করেন। এ কারণে বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের লেখক মাওলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: **الْمُرَادُ بِالْمَوْلَى مَا يَعْزُبُ الْمَعْتِقُ وَالْعَصَبَةُ**।<sup>১</sup> মাওলা শব্দ দ্বারা ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও আছাবা উভয়কে বুঝায়।<sup>১</sup>

<sup>১</sup> আদ দুররুল মুখতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৭৭৬, ভ-৬; রাদ্দুল মুহতার ফী শারহে দুররিল মুখতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৪১১, ভ-২৯; আল লুবাব ফী শারহিল কিতাব, বাবুর রাদ্দ, পৃ. ৪২৩, ভ-১।

তাছাড়া আছাবা শব্দের এমন সব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যেসব সংজ্ঞার সাথে আমরা একমত নই। উপরন্তু এ সকল সংজ্ঞাকে আমরা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করি। সম্মানিত পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে এখানে ‘মাওলা’ ও ‘আছাবা’ শব্দ দুটির সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

মাওলা ও মাওয়ালী

‘মাওয়ালী’ শব্দটি ‘মাওলা’ শব্দের বহুবচন। মাওলা শব্দের অর্থ হল সন্তান, পুত্র, চাচা, চাচাত ভাই, ভাগিনা, জামাই, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, আত্মীয়, স্বত্বাধিকারী, নেতা, সাহায্যকারী, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ লোক, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতি। কুরআন মজীদে ‘মাওলা’ শব্দটি ৯ (নয়) বার এবং ‘মাওয়ালী’ শব্দটি ২ (দুই) বার ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

এটা এজন্য যে, আল্লাহ হলেন ইমানদার লোকদের ‘মাওলা’ বা সাহায্যকারী আর কাফের লোকদের জন্য কোনো ‘মাওলা’ বা সাহায্যকারী নেই (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১১)।

আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

আর তোমরা আল্লাহকে শক্তভাবে আকড়ে ধর। তিনিই হলেন তোমাদের ‘মাওলা’ বা মালিক। কতই না চমৎকার মালিক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী (সূরা হাজ, ২২: ৭৮)।

আবার ‘মাওয়ালী’ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ বলেন:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا - يَرْثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

আর আমার মৃত্যুর পরে আমার মাওয়ালীদের ব্যাপারে আমি শংকিত এবং আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা। সুতরাং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একজন সন্তান দান কর; যে আমার ও ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারী হবে (সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫-৬)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَالنِّسَاءِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ .

পুরুষদের জন্য হিসসা রয়েছে যা তারা অর্জন করে এবং নারীদের জন্য হিসসা রয়েছে যা তারা অর্জন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তার করণা ভিক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ে সকল

জ্ঞান রাখেন। এবং প্রত্যেককে আমরা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যান তাতে (সুরা নিসা, ৪: ৩২-৩৩)।

আয়াত দু'টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, 'মাওয়ালী' শব্দ দু'টিকে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ 'মাওয়ালী' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পরিভাষা। আর আল্লাহ তায়ালা 'মাওয়ালী' শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, নারী ও পুরুষের উভয়েই এ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হবে। এ জন্য ইমাম বাগাবী রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ آيٍ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ آيٍ عَصَبَةً يُعْطُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

আল্লাহর বক্তব্য 'প্রত্যেককে আমরা মাওয়ালা বানিয়েছি' অর্থাৎ পুরুষ নারী প্রত্যেককে আমরা মাওয়ালা অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবা বানিয়েছি। পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণ যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তাদেরকে দেয়া হবে।<sup>২</sup>

আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুহী রাহ.ও এ রকম ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে ইবনু জারীর তাবারী রাহ. আরেকটু ব্যাপক ব্যাখ্যা করে বলেন:

فَقَوْلُ الْكَلَامِ وَلِكُلِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ جَعَلْنَا عَصَبَةً يَرْتُونَ بِهِ مِمَّا تَرَكَ وَالِدَاهُ وَأَقْرَبَانُهُ مِنْ مِيرَاتِهِمْ

বাক্যটির ব্যাখ্যা হল এই যে, হে লোকেরা, তোমাদের প্রত্যেককে আমরা অবশিষ্টাংশ ভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবা বানিয়েছি। তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তারা উত্তরাধিকারী হবে।<sup>৩</sup>

প্রখ্যাত মুফাসসির ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. তার বিখ্যাত তাফসির- 'তাফসিরে কাবীর' গ্রন্থে একটি হাদিসের উল্লেখ করে মাওয়ালীর অর্থ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা 'আছাবা' বলে গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَا دَعَى لَهُ .

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুল সা. বলেছেন: মুমিনদের নিজেদের চেয়ে আমি বেশি হকদার। সুতরাং কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে সে সম্পদ তার মাওয়ালী অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবাদের জন্য। আর যে দেনা অথবা অভাবী সংসার রেখে মারা যাবে, তার অভিভাবক আমি। সে জন্য এ ব্যাপারে আমাকে যেন ডাকা হয়।<sup>৪</sup>

<sup>২</sup> তাফসিরুল বাগাবী, পৃ. ২০৫, ভ-২।

<sup>৩</sup> তাফসিরুল তাবারী, পৃ. ২৭২, ভ-৮।

<sup>৪</sup> বুখারি- ৬৩৬৪, বাবু ইবনায় আম্মিন আহাদুহুমা; বায়হাকী কুবরা- ১২১৫০, বাবুল আছাবা।

আছাবা

‘আছাবা’ শব্দটি আরবিতে الْعَصْبَةُ আকারে লিখা হয়, যার ধাতু হল عَصَبُ উহা থেকে আসে الْعَصْبَةُ যার অর্থ হল ‘দল’, ‘অধিক সংখ্যক’, ‘শক্তিশালী কয়েকজন’ প্রভৃতি। কুরআন মজিদে ‘আছাবা’ শব্দটি নেই। শুধু ৩ (তিন) স্থানে এ عَصْبَةُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عَصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

যখন তারা বলল, ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় অথচ আমরা কয়েকজন শক্তিশালী লোক। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা পরিষ্কার বিশ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন (সুরা ইউসুফ, ১২: ৮)।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন:

قَالُوا لئنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عَصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ

তারা বলল, আমাদের মত একদল শক্তিশালী লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব (সুরা ইউসুফ, ১২: ১৪)।

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বর্ণনা করেন:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

নিশ্চয়ই যারা অপবাদ ছড়িয়েছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল। উহাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না। বরং তোমাদের জন্য উহা কল্যাণকর (সুরা আন নূর, ২৪: ১১)। কিন্তু কোনো স্থানেই এ শব্দটিকে ‘উত্তরাধিকারী’ অর্থে ব্যবহার করা হয় নি।

এখানে عَصْبَةٌ শব্দ দ্বারা ‘শক্তিশালী কয়েকজন লোক’- বুঝানো হয়েছে। অন্য দিকে الْعَصْبُ শব্দের অর্থ হল: শক্তি সঞ্চয় করার জন্য অন্যের সাহায্য নেয়া। এজন্য লতা জাতীয় উদ্ভিদ- যেগুলো অন্য উদ্ভিদের গা বেয়ে বেড়ে উঠে, সেগুলোকে বলা হয় الْعَصْبُ। আর الْعَصْبُ শব্দটির অর্থ হল:

أَطْنَابٌ مُّنتَشِرَةٌ فِي الْجِسْمِ كُلِّهِ وَبِهَا تَكُونُ الْحَرْكَةُ وَالْحِسُّ

‘শিরা’ যা সারা শরীরব্যাপী বিস্তৃত থাকে এবং যেগুলোর সাহায্যে নড়াচড়া করার ও অনুভব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।<sup>৫</sup> الْعَصْبُ শব্দটি একটি বহুবচনের শব্দ। উহার এক বচন হল এই ‘আছাবা’ الْعَصْبَةُ শব্দটি।

ফারাইজবিদগণের দেয়া আছাবার সংজ্ঞা

ফারাইজবিদগণ অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্‌সাদার উত্তরাধিকারী লোকদেরকে ‘আছাবা’ নাম দিয়েছেন। তারা যেভাবে আছাবার সংজ্ঞা দেন, তা নিচে আলোচনা করা হল:

<sup>৫</sup> আল মানজিদ, পৃ. ৫৩১।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল মুকাদ্দাসী রাহ. বলেন:

وَهُمْ كُلُّ ذَكَرٍ يُدَلِّي بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَرَ

আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যারা মৃতের সাথে সরাসরি অথবা অন্য কোনো পুরুষ লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত।<sup>৬</sup>

শায়খ ইবরাহিম বিন আলী বিন ইউসুফ আশ্শীরাযী রাহ. বলেন:

الْعَصَبَةُ كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أَنْثَى

আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যাদের ও মৃতের মধ্যে কোনো নারীর অস্তিত্ব নেই।<sup>৭</sup>

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মাইয়্যারা রাহ. বলেন:

وَالْوَارِثُ بِالنَّعْصِيبِ إِنْ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ، أَخَذَ مَا فَضَّلَ عَنْهُمْ.

আর আছাবা উত্তরাধিকারী যদি একা হয়, তবে সম্পূর্ণ সম্পদ নিয়ে নেয় আর যদি নির্ধারিত হিস্সাদার অপর কোনো উত্তরাধিকারীর সাথে অংশিদার হয়, তবে তাদেরকে দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা সে গ্রহণ করে।<sup>৮</sup>

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামা রাহ. বলেন:

الْعَصَبَةُ هُوَ الْوَارِثُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ مَا فَضَّلَ عَنْهُ قَلًّا أَوْ كَثْرًا وَإِنْ انْفَرَدَ أَخَذَ الْكُلَّ وَإِنْ اسْتَعْرَقَتِ الْفُرُوضُ الْمَالَ سَقَطَ

আছাবা হল এমন উত্তরাধিকারী যার নির্ধারিত কোনো হিস্সা নেই। তার সাথে যবীল ফুরুজ হিস্সাদার থাকলে তারা হিস্সা নেয়ার পরে অবশিষ্ট অংশ তিনি লাভ করেন, সম্পদের পরিমাণ অল্প হোক অথবা বেশি এবং তিনি একা হলে সমস্ত সম্পদের মালিক হন। আর যবীল ফুরুজগণ সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেলে তিনি বঞ্চিত থাকেন।<sup>৯</sup>

#### আছাবার প্রকারভেদ

ফারাইজবিদগণ বলেন আছাবা তিন ধরনের। ১. স্বয়ংসম্পূর্ণ আছাবা বা আছাবা বিনাফসিহি, ২. অন্যের কারণে আছাবা বা আছাবা বিগায়রিহি এবং ৩. অন্যের সাথে আছাবা বা আছাবা মাআ গায়রিহি।

<sup>৬</sup> আল উমদাহ, বাবুল আছাবাত, পৃ. ৩১৩, ভ-১।

<sup>৭</sup> আল মুহাযযাব, পৃ. ২৯, ভ-২।

<sup>৮</sup> শারহু মাইয়্যারা, পৃ. ১২৫, ভ-৪।

<sup>৯</sup> আল মুগনী, পৃ. ৭, ভ-৭।

১. আছাবা বিনাফসিহি: আছাবা বিনাফসিহর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

أَمَّا الْعَصْبَةُ بِنَفْسِهِ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَيَّ الْمَيِّتِ أَنْتِي

স্বয়ংসম্পূর্ণ আছাবা হলো এমন পুরুষ উত্তরাধিকারী যার মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পথে কোনো নারী ঢুকে পড়ে নি।<sup>১০</sup>

যেমন: ছেলে, ছেলের তরফের নাতি বা আরো অধঃস্থন পুরুষ সন্তান, পিতা, দাদা বা আরো উর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষ, চাচা, চাচার পুরুষ সন্তান, দাদার ভাই বা তাদের পুরুষ সন্তান ইত্যাদি। কারণ রসূল সা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আবক্ষাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূল সা. বলেছেন: সম্পদ হকদারদেরকে দিয়ে দাও। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক পাবে।<sup>১১</sup>

অন্য বর্ণনায় এসেছে (তাদের মতে):

أُقْسِمُ بِالْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا فَضَلَ فَلِذِي عَصْبَةٍ ذَكَرٍ

তোমরা সম্পদ নির্ধারিত হিসসা অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ কর। যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পাবে পুরুষ আছাবাগণ।<sup>১২</sup>

২. আছাবা বিগায়রিহি: অন্যের কারণে আছাবা বা 'আছাবা বিগায়রিহি' হলেন এমন নারী, যাদের জন্য অর্ধেক বা দু'তৃতীয়াংশ হিসসা নির্ধারিত আছে, তারা নিজেরা তো আছাবা নন কিন্তু তাদের সম-স্তরের ভ্রাতাগণ আছাবা হওয়ার কারণে ভাইদের সহযোগিতায় ও কল্যাণে তারাও আছাবার মর্যাদা লাভ করেন। যেমন: মেয়ে ও বোন। তারা তাদের সম-স্তরের ভাইদের অনুপস্থিতিতে অর্ধেক বা দু'তৃতীয়াংশ হিসসা লাভ করেন। আর ভাইদের সাথে তারা বর্তমান থাকলে ভাইদের কল্যাণে তারাও আছাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদে শরীক থাকেন। এ কারণে সকল আছাবার সমস্তরের বোনেরা ভাইদের কল্যাণে আছাবার মর্যাদা লাভ করতে পারেন না। কোনো বোনদের জন্য নির্ধারিত হিসসা না থাকলে, তারা মৃতের সম্পদে কোনো হিসসাই পান না। সে ধরণের বোনেরা ভাইদের সাথে থাকলেও তারা বঞ্চিত থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে-

وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَيْسَ أَحْوَاتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ فَاتَّهَنَّ لَسَنَ بَدَوَاتِ فَرَضٍ وَلَا يَرْتَنُّنَ مُنْفَرِدَاتٍ فَلَا يَرْتَنُّنَ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ شَيْئًا

<sup>১০</sup> সিরাজী, কানপুর প্রেস লঙ্কো, পৃ. ৪২।

<sup>১১</sup> বুখারি- ৬৩৫১, বাবু মীরাখিল ওয়ালাদ মিন আবিহি; মুসলিম-৪২২৬, বাবু আলহিকুল ফারাইজা বিআহলিহা; তিরমিযী-২০৯৮, বাবুন ফী মীরাখিল আছাবা।

<sup>১২</sup> আল বাহরুর রায়ীক, পৃ. ৩৬৭, ভ-৮।

আর বাকি সব আছাবাদের সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন। কেননা তারা যবীল ফুরুজ নন এবং ভাইদের ছাড়া একাকী থাকলে তারা কোনো হিসসা পান না। সেজন্য তারা তাদের ভাইদের সাথে থাকলেও কিছুই পাবে না।<sup>১০</sup>

ছেলের তরফের নাতিদের জন্যও কোনো নির্ধারিত হিসসা নেই। কিন্তু নির্ধারিত হিসসা না থাকলেও তাদেরকে এ 'আছাবা বিগাইরিহি' এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধুমাত্র হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি নাতি ও নাতিদের মধ্যে শুধু নাতিকে আছাবা গণ্য করেন, নাতিনকে নাতির উপস্থিতিতেও 'আছাবা বিগাইরিহি' গণ্য করেন না। যেমন- বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي إِبْنِهِ رَجُلًا وَنِسَاءً: فَلِابْنَتَيْهِ التُّنَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَورِ ذُونَ  
الْإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَزِيدُ الْأَخْوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى التُّنَانِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَرَيْدٌ يُشْرَكُونَ فِيمَا  
بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ {لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ} .

হজরত ইবরাহিম রাহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কোনো লোক যদি দু'জন মেয়ে ও ছেলের তরফের কয়েকজন নাতি-নাতিন রেখে মারা যায়, তবে তার দু'মেয়ে পাবে দু'তৃতীয়াংশ আর যা কিছু বাকি থাকবে, তা পাবে নাতিগণ; নাতিনেরা কিছুই পাবে না। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মেয়ে ও বোনদেরকে দু'তৃতীয়াংশের বেশি কিছুই দিতেন না। আর হজরত আলী ও যায়েদ রা. নাতি-নাতিন উভয়কে পরস্পরের শরীক রাখতেন। সুতরাং যা কিছু বাকি থাকত, তাতে তারা 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান হিসসা পাবে- এ নীতিমালা অনুসারে প্রদান করতেন।<sup>১১</sup>

৩. *আছাবা মাআ গায়রিহি*: অন্যের সাথে আছাবা বা 'আছাবা মাআ গায়রিহি' হলেন এমন নারী যারা নিজেরা আছাবা নন কিন্তু অন্য নারী-আত্মীয়ের সঙ্গে থাকার কারণে তারা আছাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন। যেমন: বোন। বোন নারী হওয়ার কারণে আছাবা নন; কিন্তু কন্যাদের সাথে বোন থাকলে কন্যা ঠিকই যবীল ফুরুজ থাকেন কিন্তু বোন আছাবা হয়ে যান। এ কারণে কন্যাদের সাথে বোন থাকলে, এ মতের প্রবক্তাগণ, বোনদেরকে আছাবা বানিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাদের দলিলগুলো নীচে আলোচনা করা হল-

ক. হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদিস:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ هُدَيْلَ بْنَ شُرْحَبِيلَ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ  
لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأَنْتِ ابْنٌ مَسْعُودٍ فَسَيُنَابِعُنِي فَسَأَلَ ابْنٌ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي  
مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذْنًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَفَضِي فِيهَا بِمَا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>১০</sup> আল মুগনী, পৃ. ১৬, ভ-৭; সিরাজী, পৃ. ৪৬।

<sup>১১</sup> আবনু আবী শাইবা- ৩১৭৪৩, ফী রাজুলিন তারাকা ইবনাতাইহি ও বনী ইবনিহি।

لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ التُّلْتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَامُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ  
ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ .

হজরত আবু কায়েস রাহ. বলেন: আমি হুযাইল বিন শুরাহবীল রাহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হজরত আবু মুসা আশআরী রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি একজন মেয়ে, একজন ছেলের তরফের নাতিন ও একজন বোন থাকে, তাহলে কে কত হিসসা করে পাবে? তখন তিনি বললেন: মেয়ে অর্ধাংশ পাবে আর বাকিটুকু পাবে বোন। তুমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ-এর কাছে গিয়ে দেখতে পার, তিনিও আমার অনুসরণ করবেন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞাসা করলে এবং আবু মুসা রা.-এর মতামতের কথা জানালে তিনি বললেন: আমি সঠিক পথের দিশা না পেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আমি এমন রায় দেব যে রকম রায় দিয়েছিলেন রসুল সা। মেয়ে অর্ধাংশ পাবে, নাতিন পাবে এক ষষ্ঠাংশ যাতে করে দু'জনের হিসসা মোট দু'তৃতীয়াংশ হয়। আর বাকিটুকু পাবে বোন। আমরা হজরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর কাছে ফেরত গিয়ে তার কাছে ইবনু মাসউদ রা.-এর রায়ের কথা জানালে তিনি বললেন, এ পণ্ডিত যতদিন আছে, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না।<sup>১৫</sup>

খ. রসুল সা. আরো বলেন (এ মতের প্রবক্তাদের মতানুসারে):

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

কেননা রসুল সা. বলেছেন: 'তোমরা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আছবা বানাও'।<sup>১৬</sup>

#### সমালোচনা ও পর্যালোচনা

পর্যালোচনা করার শুরুতে আমরা 'আছবা' শব্দটির আরেকটু ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রচলিত অর্থে আছবা শব্দটি বলতে বুঝায়: الْقَوْمُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَتَّعَصِبُونَ لَهُ 'মানুষের স্বগোত্রীয় লোক, যারা ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনা না করেই তার পক্ষপাতিত্ব করে'। কারণ التَّعَصُّبُ হল:- عَلَى مِثْلِ إِلَى। কারণ التَّعَصُّبُ বলতে দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরেও পক্ষপাতিত্বের কারণে সত্যকে গ্রহণ না করা বুঝায়। এ শব্দ থেকেই কর্তাবাচক শব্দ হল الْعَصِي يُ يার অর্থ হল:

الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ وَيُغْضِبُ لِعُصْبَتِهِ وَيَحَامِي عَنْهُمْ

<sup>১৫</sup> বুখারি- ৬৩৫৫, কিতাবুল ফারাইজ বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিন; তিরমিযী- ২০৯৩ কিতাবুল ফারাইজ, বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিছ ছুলব; আবু দাউদ- ২৮৯২, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব; ইবনু মাজাহ- ২৭২১, কিতাবুল ফারাইজ; আল মুসতাদারক- ৭৯৫৮, কিতাবুল ফারাইজ; মুসনাদু আহমাদ- ৩৬৯১, পৃ. ২১৮, ভ-৬।

<sup>১৬</sup> সিরাজী, পৃ. ৩১ (কানপুর প্রেস লক্ষ্মী); আল বাহরুর রায়ীক, পৃ. ৫৬৬, ভ-৮; তাবরীনুল হাকায়িক, বাবুল খুলয়ি, পৃ. ২৩৬, ভ-৬; মাজমাউল আনহর ফী শারহে মুলতাকাল আবহর, পৃ. ৫০৬, ভ-৪; আল মাওসুআতুল ফেকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, আহওয়ালুল আব, পৃ. ৪০, ভ-৩; ফেকহস সুন্নাহ, পৃ. ৬১৯, ভ-৩।



এমন ব্যক্তি যে গোত্রীয় অন্যায় সাহায্য করে, তাদের দল ভারি করার জন্য অযথাই রেগে যায় এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে। পক্ষান্তরে **الْعَصِيْبَةُ** (আছবিয়্যাত) হল নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের গভীরতা ও তাদেরকে সাহায্যের চেষ্টা।<sup>১৭</sup>

রসুল সা.-এর হাদিসেও আছাবাগিরী বলতে এ কথাকেই বুঝানো হয়েছে। বর্ণিত আছে:

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيْبَةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ

হজরত ওয়াছেলা বিন আছকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি বললাম- হে রসুল সা, আছবিয়্যাত কি? তিনি বললেন: অন্যায় করার ব্যাপারে তুমি তোমার গোত্রকে সাহায্য করলে তা আছবিয়্যাত।<sup>১৮</sup>

সূত্রাং বলা যায় যে, কারো আছাবা বলতে তার ‘গোত্রীয় অন্ধ সমর্থক জাতি’দেরকে বুঝানো হয়। এ গোত্রপ্রীতি জাহেলিয়াতের জামানায় খুব প্রবল ছিল। যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি এ গোত্রীয় শত্রুতার কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আছাবা হল: আইয়্যামে জাহেলিয়াতের শক্তিমত্তা, গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, যুদ্ধের উন্মত্ততা, নিজ লোকদের অন্যায় প্রশ্রয়দান প্রভৃতি দুষ্কর্মকারী পুরুষ আত্মীয়গণের নাম। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়নীতির পয়গাম নিয়ে আগমন করেছে। এ কারণে ইসলাম পূর্ব আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সকল জঞ্জাল সাফ করার উদ্দেশ্যেই আছবিয়্যাতের এ সকল ধারণার বিরোধিতা করা হয়েছে। আর একই কারণে আমরা আছাবা পরিভাষা পরিহার করে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পরিভাষা ‘মাওলা’ ব্যবহার করেছি। রসুল সা. অবশ্য প্রথমদিকে আছাবাদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও সম্পদের উত্তরাধিকার শুধুমাত্র আছাবাদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصِيْبَتِهِ مَنْ كَانَ.

হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা.-কে এরশাদ করতে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন: সন্তান অথবা পিতা-মাতা যে সম্পদ সঞ্চয় করে যাবেন তা আছাবাদের মধ্যে যারা থাকবেন, তারাই পাবেন।<sup>১৯</sup>

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, আছাবা ছাড়া অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হয়ে কোনো সম্পদের অধিকারী হতে পারেন না। ফারাইজের আইন নাযিল হওয়ার আগে রীতি ও পদ্ধতি এ রকমই ছিল। কিন্তু অচিরেই রসুল সা.-এর নির্দেশনা আছাবাদের বিপরীতে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এজন্য পরবর্তিতে তিনি আছাবাগিরীকে অনৈসলামিক ও অনৈতিক বলে ঘোষণা করেন। বর্ণিত আছে:

<sup>১৭</sup> আল মানজিদ, পৃ. ৫৩১।

<sup>১৮</sup> আবু দাউদ- ৫১২১, বাবুন ফিল আছবিয়্যাহ; বায়হাকী কুবরা- ২০৮৬৫, বাবু শাহাদাতি আহলিল আছবিয়্যাহ; আল মু'জামুল কাবীর তাবারাণী- ১৯৭, মিন ইসমিহি ওয়াছেলা।

<sup>১৯</sup> আবু দাউদ- ২৯১৯, বাবুন ফিল ওয়ালা; ইবনু মাজাহ- ২৭৩২, বাবুন ফী মীরাছিল ওয়ালা; মুসনাদু আহমাদ-১৮৩, পৃ. ৩১৪, ভ-১; মুহান্নাফু ইবনি আবী শাইবা- ৩২১৭১, ফী ইমরাআতিন আ'তাকাত মামলুকান।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَى إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلِيَّ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ مِنْ مَاتَ عَلِيَّ عَصِيَّةً

হজরত যুবায়ের বিন মুত্ইম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুল সা. বলেছেন: যে আছবিয়্যাতের দিকে আহ্বান করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে शामिल নয়। আর যে আছবিয়্যাতের কারণে যুদ্ধ করে, সে আমার উম্মাতের মধ্যে शामिल নয় এবং যে আছবিয়্যাতের জন্য নিহত হয় সেও আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।<sup>২০</sup>

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আছাবা, আছবিয়্যাত প্রভৃতি ইসলামপূর্ব সময়ের পরিভাষা। ইসলাম সে পরিভাষাকে পরিবর্তন করেছে। গোত্রীয় পক্ষপাতের স্থলে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ স্থান লাভ করেছে।

আছাবা পরিভাষা সংক্রান্ত মতবাদের প্রবক্তাদের নির্ধারিত আছাবার এ সংজ্ঞা ১ নম্বর আছাবাদেরকে शामिल করলেও ২ ও ৩ নম্বর আছাবাদেরকে शामिल করে না। কারণ ২ ও ৩ নম্বর আছাবাগণ নিজেরা নারী। আর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- ‘আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যারা মৃতের সাথে সরাসরি অথবা অন্য কোনো পুরুষ লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত’। এ সংজ্ঞা মোতাবেক কোনো নারী কোনো ভাবেই আছাবা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: নারীরা যদি সমস্তরের পুরুষের সহযোগিতায় আছাবা হয়, তাহলে ফুফু বা ভাতিঝিগণ চাচা ও ভাতিজার সাথে আছাবা হবে না কেন? যদি বলা হয় যে, তাদের জন্য হিসসা নির্ধারিত নেই এ কারণে তারা আছাবা হতে পারবে না, তাহলে তো বলতে হবে যে, তাদের সম-স্তরের পুরুষ লোকদেরও তো হিসসা নির্ধারিত নেই, এমনকি তারা অনির্ধারিত হিসসা পাবেন বলেও কোথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং তারা আছাবা হবে কোন যুক্তিতে? উপরন্তু ছেলের তরফের নাতিনদেরও কোনো হিসসা নির্ধারিত নেই, সুতরাং তারাও আছাবা হবে কেন? তৃতীয়ত: যে কন্যা নিজে নারী হওয়ার কারণে আছাবা নয়, সে কেমন করে অন্য আরেক নারী অর্থাৎ বোনকে আছাবা বানাতে, অথচ নিজে আছাবা হতে পারবে না?

আছাবা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ খিওরী হল এই যে, কোনো নারীর সন্তানগণ তাদের নিজ মাতার আছাবা-উত্তরাধিকারী হওয়ার স্বীকৃতিটুকুও পাবেন না। কারণ নারীর আছাবা-উত্তরাধিকারী হলেন তার পৈত্রিক নিবাসের পুরুষ আত্মীয়গণ। বেদায়া ও নেহায়া কিতাবের লেখক ইবনু রুশ্দ রাহ. বলেন: *لَا بِنَّ ابْنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مِنْ عَصِيَّتِهَا* ‘কারণ কোনো নারীর পুত্র তার আছাবার অন্তর্ভুক্ত নয়’। এ জন্য দাস মুজির কারণে ‘মাওলাল আতাকা’ হওয়ার অধিকার নারীর পুত্র পাবে না বরং তার পৈত্রিক নিবাসের পিতা, ভাই, চাচাতো ভাইগণ লাভ করবে।<sup>২১</sup> সুতরাং বুঝা গেল যে, আছাবা সংক্রান্ত মতবাদের সম্পূর্ণটাই মানব রচিত ও কল্পনা প্রসূত মনগড়া যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। আল্লাহ তায়ালা এ রকম কোনো বিধান নাযিল করেন নি।

তাদের উল্লেখিত দলিলাদির ব্যাপারে একটু নজর করলে দেখতে পাবেন যে, প্রথম হাদিসটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণবিহীন একটি ‘মুজমাল’ হাদিস। নিশ্চয়ই রসুল সা. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া ‘মুজমাল’ কিছু বলেন নি। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

<sup>২০</sup> আবু দাউদ- ৫১২৩, বাবুন ফিল আছবিয়্যাহ; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০, ভ-৬।

<sup>২১</sup> আল বেদায়াতুল মুজতাহিদ ও নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পৃ. ৩৬৫, ভ-২।

يُدْبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوفُّونَ.

তিনি হুকুমের পরে আয়াতের ব্যাখ্যা বলে দেন, যাতে করে তোমাদের প্রভুর সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা শক্ত বিশ্বাস হাসিল করতে পার (সুরা আর রাদ, ১৩: ২)।

বরং আলোচ্য হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হল এই যে, এ হাদিসের মাধ্যমে রসুল সা. পুত্রকে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে لَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ বা ‘সর্বাধিক হকদার পুরুষ’ পাবে অবশিষ্ট অংশ। আর ছেলেই হল সর্বাধিক হকদার পুরুষ উত্তরাধিকারী। পিতা কিংবা ভাই-এর ক্ষেত্রে এ হাদিস প্রযোজ্য নয়, কারণ তারা কেউই সর্বাধিক হকদার নন। পিতার হিসসা তো কুরআন দ্বারা নির্ধারিত রয়েছে। সন্তান থাকলে পিতা এক ষষ্ঠাংশ পান আর সন্তান না থাকলে তিনি অবশিষ্ট অংশ লাভ করেন। ভাইও সন্তান এবং পিতা না থাকা অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ লাভ করেন। অথচ ছেলের কোনো হিসসা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা হল- “একজন ছেলে দু’জন মেয়ের সমান হিসসা পাবে”। যা একটু অস্পষ্ট বটে যা রসুল সা.-এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যামূলক হাদিসের শব্দকে পুঁজি করে আছাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খিওরী দাড করানো গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া উল্লেখিত একটি খবরে ওয়াহিদ যাকে ইমাম তাহাবী রাহ. সনদের দিক থেকে ‘মুজতারাব’ হাদিস বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় যে হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা কোন হাদিসের কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। রসুল সা. এ রকম কিছু বলেছেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ‘আল বাহরুর রায়িক’ সহ কিছু কিতাবে উহাকে হাদিস বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু আমরা কোনো কিতাবে উহাকে খুঁজে পাই নি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কথা হল এই যে, আল বাহরুর রায়িক কিতাবের ৮ম ভলিউমের ৩৬৭ পৃষ্ঠার নিচে লিখিত টিকায় উহার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে- ‘উহাকে বুখারি বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ৫, ৭, ৯ ও ১৫ নম্বর অধ্যায়ে; মুসলিম বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ২ ও ৩ নম্বর হাদিস হিসেবে এবং দারিমী বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ২৮ নম্বর অধ্যায়ে’। কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট কিতাবের নির্দিষ্ট হাদিস কিংবা অধ্যায়ে উহার কোনো অস্তিত্ব খোঁজে পাই নি। যা পেয়েছি তা হল: لَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ ‘সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক’ কথাটি। সেখানে فَلِذِي عَصْبَةٍ ذَكَرٍ ‘পুরুষ আছাবাগণ পাবে’ বলে কোনো বক্তব্য নেই। রসুল সা.-এর বক্তব্য বিকৃত করার উহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রসুল সা. বললেন لَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ আর তারা উহাকে বিকৃত করে فَلِذِي عَصْبَةٍ ذَكَرٍ বলে রূপান্তরিত করে নিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআন-হাদিসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার তাওফীক দিন।

‘আছাবা বিগাইরিহি’ সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَيْسَ أَخَوَاتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ, ...‘আর বাকি সব আছাবাদের সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন...’। এ বক্তব্যটি একটি নব্য-জাহেলিয়াতি বক্তব্য। কারণ অন্ধকার যুগে নারীদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হত না। এ ধরনের বক্তব্য সরাসরি কুরআন বিরোধী। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

আর যদি তারা (উত্তরাধিকারীগণ) পুরুষ-নারীতে মিশ্রিত কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তাহলে একজন পুরুষ দু’জন নারীর সমান হিসসা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ ধরনের বক্তব্যের বিরোধীতা করে হজরত য়ায়েদ বিন ছাবিত রা. বলেন:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَرِثُ الرَّجَالُ ذُؤَانَ النِّسَاءِ

হজরত য়ায়েদ বিন ছাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এ রকম ব্যাপারে বলেন: এ ধরনের রায় জাহেলী জামানার লোকদের রায়ের অন্তর্ভুক্ত- তারা পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করত, নারীদেরকে নয়।<sup>২২</sup>

সুতরাং বুঝা গেল যে, ইসলাম বিরোধী ও জাহেলী ভাবধারায়ুক্ত চিন্তাধারা আছাবা খিওরীর মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সাহাবায়ে কেলাম সে ধরনের খিওরীর সাথে একমত ছিলেন না।

‘আছাবা মাআ গাইরিহি’ সংক্রান্ত আলোচনায় উদ্ধৃত তাদের দ্বিতীয় হাদিসখানা সরাসরি রসুল সা.-এর কোনো হাদিস নয়। উহা হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর একটি রায় মাত্র। তিনি শুধু এ দাবি করেছেন যে, এ রকম একটি রায় রসুল সা. দিয়েছিলেন। কিন্তু কখন তিনি এ রায় দিয়েছিলেন, কুরআনের আয়াত নাযিলের আগে না পরে- তা তিনি বলেন নি। আর কুরআনের হুকুমের বিপরীতে এ রকম কান রায় রসুল সা. দিতে পারেন না। তাছাড়া অন্য একটি হাদিস থেকেও জানা যায় যে, কন্যার উপস্থিতিতে ভাই-বোন কোনো হিসসা পান না। বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلِيَّ الْمَوْتِ فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُبُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِنَتْنِي مَالِي فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالَسَّطُرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالتُّلْتُ قَالَ التُّلْتُ كَثِيرٌ إِنْ تَرَكْتُ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

হজরত আমির বিন সা’দ বিন আবী ওকাছ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ‘আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমি মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। রসুল সা. আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আল্লাহর রসুল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আর একজনমাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই; আমি কি দু’তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে পারি? তিনি বললেন: ‘না’, আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: ‘না’, আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ, তিনি বললেন: ‘এক তৃতীয়াংশই তো বেশি। তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।’<sup>২৩</sup>

উল্লেখ্য যে, যখন হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা. এ মন্তব্য করেন, তখন তার ভাই-বোন, ভ্রাতৃস্পুত্রগণ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণ জীবিত ছিলেন। কথিত আছাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী গণ্য হলে রসুল

<sup>২২</sup> ইবনু আবী শাইবা- ৩১৭২৭, রাজুলুন মাতা ও তারাকা উখতাইহি; দারিমী- ২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ; আল ইসতিযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আল মুহাল্লা, পৃ. ২৭০, ভ-৯; ইবনু আবী শাইবা- ৩১৭২৭, রাজুলুন মাতা ও তারাকা উখতাইহি; দারিমী- ২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ; আল ইসতিযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আল মুহাল্লা, পৃ. ২৭০, ভ-৯।

<sup>২৩</sup> বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছুলুহ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালী ইয়াজুয়; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছুলুহ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়াতু বিছ ছুলুহ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়াতু বিছ ছুলুহ।

সা. তখন নিশ্চয়ই বলতেন: ‘কেন তোমার তো ভাই-বোন, ভ্রাতৃপুত্রগণ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণ রয়েছে?’ কারণ রসুল সা.-এর নিজ গোত্র কুরাইশ বংশের এ লোকেরা তার আত্মীয় এবং পূর্বপরিচিত ছিলেন। এখন আমরা আলোচনা করে দেখাব যে, তখন তার কোনো কোনো আত্মীয় জীবিত ছিলেন।

‘আমির’ নামে হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর একজন ভাই ছিলেন বলে জানা যায়। বর্ণিত আছে:

وَهُوَ عَامِرٌ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ وَإِسْمُ أَبِي وَقَاصٍ مَالِكٌ أَسْلَمَ بَعْدَ عَشْرَةِ رَجَالٍ وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ  
وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْهَا أَخُوهُ سَعْدٌ.

তিনি হলেন আমির বিন আবী ওকাছ রা.। আর আবু ওকাছের নাম ছিল মালিক। তিনি দশজন পুরুষলোক ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি কিন্তু তার ভাই হজরত সা’দ ওখানে হিজরত করেন নি।<sup>২৪</sup>

এ সাহাবি উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইস্তিকাল করেন। উল্লেখ আছে:

وَقَالَ الْبَلَدْرِيُّ هَاجَرَ عَامِرٌ الْهَجْرَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَقَدِمَ مَعَ جَعْفَرَ وَمَاتَ بِالشَّامِ فِي خِلَافَةِ  
عُمَرَ.

আর আল্লামা বালাজুরী রাহ. বলেন, ‘আমির’ দ্বিতীয় দলের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং ‘জা’ফর’ রা.-এর সাথে (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করেন। আর উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইস্তিকাল করেন।<sup>২৫</sup>

হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ‘আতেকা’ নাম্নি একজন বোন ছিলেন বলে জানা যায়। বর্ণিত আছে:

حَدَّثَنِي عَاتِكَةُ بِنْتُ أَبِي وَقَاصٍ أَخْتُ سَعْدٍ قَالَتْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ  
مَكَّةَ فِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ وَمَعِيَ ابْنَايَ فَقُلْتُ هَذَانِ ابْنَا عَمِّكَ وَإِنَّا خَالَاتِكَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا عَمْرُو بْنُ عُثْبَةَ بْنِ  
تَوْفَلٍ وَكَانَ أَصْغَرَهُمَا فَوَضَعَهُ فِي جِجْرِهِ

সা’দ রা.-এর বোন ‘আতেকা’ বিনতু আবী ওকাছ রা. হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসুল সা. মক্কায় প্রবেশের পরে আমি আটজন নারীর সঙ্গে তার কাছে আমার দু’জন পুত্রকে নিয়ে এসে বললাম, এ দু’জন আপনার চাচার দু’পুত্র আর আপনার দু’খালাত ভাই। তখন তিনি তাদের একজন আমার বিন উতবা বিন নাওফালকে ধরে তার কোলে বসালেন। আর সে ছিল দু’জনের মধ্যে কনিষ্ঠ।<sup>২৬</sup>

হজরত সা’দ রা.-এর আরেকজন বোন ছিলেন বলে জানা যায় যার নাম ছিল ‘সাকীনা’। বর্ণিত আছে:

<sup>২৪</sup> উসদুল গাবাহ, পৃ. ৫৬৫, ভ-১।

<sup>২৫</sup> আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৫৯৮, ভ-৩।

<sup>২৬</sup> আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৬৮, ভ-৫।

عَنْ أُمِّ الْحَكَمِ سَكِينَةَ بِنْتِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجِهَادَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا جِهَادُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ۞ جِهَادُكُنَّ الْحُجَّ.

আবু ওকাছের কন্যা উম্মুল হিকাম সাকীনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা. জিহাদের আলোচনা করলে তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসুল, আমাদের জিহাদ কোনটি?’ তখন রসুল সা. বললেন, ‘তোমাদের জিহাদ হল হাজ্জ করা’।<sup>২৭</sup>

ইতিহাস থেকে হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর দু’জন ভ্রাতৃপুত্রেরও পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন: বর্ণিত হয়েছে-

نَافِعُ بْنُ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ أَخُو هَاشِمِ بْنِ الْمُزَنَّا لَهٗ صُحْبَةٌ وَأَبُوهُ عُنْبَةُ هُوَ الَّذِي كَسَرَ رُبَاعِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَاتَ عُنْبَةُ كَافِرًا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَ نَافِعُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ .

যুহরী উপগোত্রের নাফে’ বিন উতবা বিন আবী ওকাছ রা.। তিনি সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন। তিনি হাশিম আল মিরকালের ভাই ছিলেন। তিনি রসুল সা.-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রসুল সা.-এর সামনের চার দাত ভাঙ্গার অপকর্মকারী উতবা ছিল তার পিতা। আর উতবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে তার ভাই সা’দ রা.-এর নিকট ওচ্ছিয়াত করে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর এই নাফে’ রা. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।<sup>২৮</sup> অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: وَ أَمَّا هَاشِمُ الْأَعْوَرُ فَإِنَّهُ ابْنُ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ كَانَ أَعْوَرَ فُفُتَّتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْبُرْمُوكِ وَ هُوَ ابْنُ أَخِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ شَهِدَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الرَّجَالَةِ

মুহাম্মাদ বিন উমর রা. বলেন, এক চোখ অন্ধ হাশিম ছিলেন উতবা বিন আবী ওকাছ-এর পুত্র। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক চোখ কানা; ইয়ারমুকের যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতৃপুত্র। তিনি হজরত আলী বিন আবী তালিব রা.-এর সাথে ছিফ্বীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। সেদিন তিনি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।<sup>২৯</sup>

অপর একটি বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, হজরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তার জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে:

<sup>২৭</sup> আখবারু মাক্কা লিল ফাকেহী- ৭৫৫, পৃ. ৩৪৫, ভ-২; মারেফাতুহ সাহাবা - ৭০৬৬, পৃ. ২৭০, ভ-২৩; আল ইছাবা ফী তাময়ীযিহ সাহাবা - ১১২৯৮, পৃ. ৭০২, ভ-৭; উসদুল গাবাহ, পৃ. ১৩৬৫, ভ-১।

<sup>২৮</sup> উসদুল গাবাহ, পৃ. ১০৫৮, ভ-১।

<sup>২৯</sup> আল মুসতাদাকু আলাহু ছাহীহাইন হা. নম্বর: ৫৬৯৩, পৃ. ৪৪৭, ভ-৩।

عَنْ عُرْوَةَ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ:  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ  
عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ.

হজরত উরওয়া রাহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘বনী যুহরা বিন কেলাব বিন মুররা’- গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কয়জন লোক রসুল সা.-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন- আব্দুর রহমান বিন আওফ বিন আদে আওফ বিন হারিছ বিন যুহরা রা. এবং সা’দ বিন আবী ওকাছ বিন ওহাব বিন আদে মনাফ বিন যুহরা রা.।<sup>১০</sup>

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হজরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। তার দাদার দাদা যিনি ছিলেন তার নাম ছিল যুহরা এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর দাদার দাদাও ছিলেন একই যুহরা। যদি আছাবাদের কোনো হিসসা থাকত, তাহলে এ আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. আছাবা হিসেবে উত্তরাধিকার পেতেন। তখন হজরত সা’দ বিন আবী ওকাছ রা. একথা বলতেন না যে, وَلَيْسَ وَابْنِي “আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কোনো উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই” আর তিনি বললেও রসুল সা. প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু বাস্তবে কেউই একথাটি বলেন নি।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, গোষ্ঠির পুরুষ জ্ঞাতিগণকে আছাবা বানিয়ে মতবাদ সৃষ্টি ও কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন ও অপরাপর আছাবাগণকে উত্তরাধিকারী গণ্য করার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। উহা সম্পূর্ণই মানুষের কল্পনা-প্রসূত মতবাদ, মানব রচিত মতবাদ; রসুল সা.-এর প্রিয় সাহাবি হজরত য়ায়েদ বিন ছাবিত রা.-এর মতে উহা জাহেলী মতবাদ; আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কোনো বিধান নয়, কুরআন-হাদিস ভিত্তিক কোনো বিধান নয়।

ফারাইজবিদগণ তৃতীয় যে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা কোনো হাদিস নয়। উহা একটি বানোয়াট ও জাল বিষয়। রসুল সা. এ রকম কিছু বলেন নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বানোয়াট ও মাওযু বিষয় দ্বারা ইলমুল ফারাইজের খিওরী দাড়া করানো হয়েছে। ফতোয়ায় শামী কিতাবের লেখক দ্ব্যর্থহীন কঠে ঘোষণা করেছেন যে, উহা কোনো হাদিস নয়, ফারাইজবিদদের কারো উক্তি মাত্র। তিনি বলেন:

لِقَوْلِ الْفَرَضِيِّينَ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً جَعَلَهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرَهَا حَدِيثًا قَالَ فِي  
سَكَبِ الْأَنْهَرِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ خَرَّجَهُ

অর্থাৎ ‘ফারাইজবিদদের কারো নিজস্ব বক্তব্য عَصَبَةً جَعَلَهُ مَعَ الْبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ বাক্যাংশ মোতাবেক। এ বাক্যাংশটিকে সিরাজীসহ কোনো কোনো লেখক ‘হাদিস’ বলে উল্লেখ করেছেন। ‘সাকাবুল আনহার’ নামক কিতাবের লেখক বলেন: ‘এ বক্তব্যটিকে হাদিস বলে কোন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন তা আমি অবগত নই’ (অর্থাৎ আমি খুঁজে পাইনি)।<sup>১১</sup> মিশরীয় লেখক ড. রফীক ইউনুস ও তার ‘ইলমুল ফারাইজ ওয়াল মাওয়ারীছ’ নামক কিতাবে উহাকে ফারাইজবিদদের কারো নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করে বলেছেন:

<sup>১০</sup> বায়হাকী কুবরা- ১৩৪৭০, বাবু ই’তায়িল ফাইয়ি আলাদ দিওয়ান।

<sup>১১</sup> রাদ্দুল মুহতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৪১২, ভ-২৯; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ-৬; রাদ্দুল মুহতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত, পৃ. ৪১২, ভ- ২৯; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ-৬।

اجْعَلُوا الْأَخْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً لَيْسَ دَلِيلًا شَرْعِيًّا بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْفَرَضِيِّينَ.

অর্থাৎ ‘اجْعَلُوا الْأَخْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً’ বাক্যাংশটি শরিয়তের কোনো দলিল নয় বরং উহা ইলমুল ফারাইজে পারদর্শী কোনো পণ্ডিতের ব্যক্তিগত উক্তি মাত্র।<sup>১২</sup> সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ‘আছাবা বিনাফসিহি, আছাবা বিগাইরিহি ও আছাবা মাআ গায়রিহি’ সংক্রান্ত খিওরী সঠিক নয়। বোন নিজে স্বনির্ভর ‘মাওলা’। আরেকজনের কাখে ভর করে তাকে মাওলা হতে হবে না। মেয়েও নিজে মাওলা। তাকেও আরেকজনের কাখে ভর করে মাওলা হতে হবে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

إِنْ أَمْرٌ هَلَّاكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَأُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ.

যদি কোনো নিঃসন্তান লোক তার কোনো বোনকে রেখে মারা যায়, তাহলে সে বোন ঐ ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে তার অর্ধেক পাবে। ভাইও তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের কোনো সন্তান না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

মেয়ে নিজে আছাবা হওয়ার কারণে তার উপস্থিতিতে ভাই-বোন হিসসা পাবেন না বলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে ঘোষণা করলেন। আছাবার প্রবক্তাগণ এ আয়াতের এক আজব ব্যাখ্যা দান করেন। তারা বলেন- ‘যেহেতু কন্যা সন্তান একা সব সম্পদ পায় না, তাই ভাই কিংবা বোন কন্যা সন্তানের সাথে হিসসা পাবে। আর আয়াতে সন্তান বলতে ‘পুত্র সন্তান’ বুঝানো হয়েছে। বড়ই আশ্চর্যের কথা। কুরআনে ১৪ বার এ ‘ওয়ালাদ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সকল স্থানে ব্যবহৃত ‘ওয়ালাদ’ অর্থ সন্তান, শুধু সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত ‘ওয়ালাদ’ শব্দের অর্থ ‘পুত্র’ (?) কত সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা, কত স্বার্থবাদী বিশ্লেষণ! এবারে আসুন আমরা ‘ওয়ালাদ’ শব্দের বিশ্লেষণ করি।

‘ওয়ালাদ’ শব্দের বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যা

وَالِدٌ, وَلَدٌ, وَيُلِدُ, وَلَاؤِدَةٌ ক্রিয়াপদ দ্বারা প্রসব করা বা জন্ম দেয়া বুঝায়। প্রসবের ফলশ্রুতিতে জন্মদানের মাধ্যমে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাকে ‘ওয়ালাদ’ বলা হয়। তাই উহা থেকেই সৃষ্টি হয় الْوَالِدُ নামপদ, যার অর্থ হল সন্তান বা শিশু। আর জন্মদাতাকে বলা হয় الْوَالِدُ বা পিতা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ

বল হে নবি, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ স্বনির্ভর। তিনি কাউকে জন্ম দেন না। আর তার জন্মও হয় নি (সুরা ইখলাছ, ১১২: ১-৩)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يُلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নিশ্চয়ই আপনি যদি ওদেরকে জীবিত রাখেন, তাহলে তারা আপনার অপরাপর গোলামদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা অপরাধী নাস্তিক ছাড়া কাউকে জন্মও দিবে না (সুরা নূহ, ৭১: ২৬)।

<sup>১২</sup> ইলমুল ফারাইজ ওয়াল মাওয়ারীছ, পৃ. ৪৩।



এজন্য ‘ওয়ালাদ’ শব্দ দ্বারা লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সন্তান বুঝায়। সে সন্তান পুত্র সন্তানও হতে পারে, আবার কন্যা সন্তান ও হতে পারে। এমনকি কারো সন্তান হিজড়া বা উভয়লিঙ্গ হলে তাকেও ‘ওয়ালাদ’ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়। সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়সহ বুঝানোর জন্য ওয়ালাদ শব্দের পরে লিঙ্গ বাচক বিশেষণ বসাতে হয়। তাই পুত্র সন্তানের আরবি হল **الْوَلَدُ الذَّكَرُ** আর কন্যা সন্তানের আরবি হল **الْوَلَدُ الْأُنثَى** পক্ষান্তরে, হিজড়া বা উভয়লিঙ্গ সন্তানের আরবি হল **الْوَلَدُ الْخُنْثَى**। আল্লাহ তায়ালা ওয়ালাদ শব্দের বহুবচনে ‘আওলাদ’ শব্দ ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পুরুষ ও নারী বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, একজন পুরুষ দু’জন নারীর সমান হিসসা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হিসসা বলার পাশাপাশি আওলাদ শব্দের ব্যাখ্যাও বলে দিয়েছেন। রসুল সা.ও ওয়ালাদ শব্দের মাধ্যমে কন্যা সন্তানকে বুঝিয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়। হজরত সা’দ বিন আবু ওকাছ রা. যখন রসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করে বললেন: ‘আমার তো একজন মাত্র কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি কি দু’তৃতীয়াংশ সম্পদ ছাদাকা করতে পারি?’ তখন রসুল সা. উত্তরে বললেন:

إِنْ تَرَكَتَ وَوَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

তোমার সন্তানকে বিত্তশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক কল্যাণকর, তাদেরকে লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ানোর মত বিত্তহীন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে।<sup>১০</sup>

এ হাদিসে ওয়ালাদ শব্দের দ্বারা কন্যা সন্তানকে যে বুঝানো হয়েছে- তা তো স্পষ্ট। কারণ প্রশ্নকারী সাহাবি তো বলেই দিয়েছেন যে, আমার একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারী রয়েছে; কোনো পুত্র সন্তান নেই। আরবের লোকেরাও ওয়ালাদ শব্দ দ্বারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তান উভয়কে বুঝাত এবং এ মর্ম বুঝাতে ওয়ালাদ শব্দ প্রয়োগও করত। হজরত আওস বিন ছামিত রা. সংক্রান্ত হাদিসে আমরা দেখেছি যে, সুয়াইদ ও আরফিজা নামীয় তার দু’জন চাচাত ভাই রসুল সা.-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন:

فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا لَا يَرْكَبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًا وَلَا يَنْكأُ عَدُوًّا

হে রসুল সা. তার (আওসের স্ত্রীর) সন্তান ঘোড়ায় চড়তে পারে না ও ভার বহন করতে পারে না এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে না।<sup>১১</sup>

এখানে তারা আওস রা.-এর কন্যাদেরকে বুঝাতে ওয়ালাদ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া কুরআনের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যেসব উলামাগণ চিন্তা গবেষণা করেন, তারাও ‘ওয়ালাদ’ শব্দটি ‘সন্তান’ বা ‘নবজাতক’ বুঝায় বলে মনে করেন। যেমন:

<sup>১০</sup> বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছলুছ; আবু দাউদ-২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুয়; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছলুছ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়াতু বিছ ছলুছ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়াতু ফিছ ছলুছ।

<sup>১১</sup> তাফসিরুল বাগাবী, পৃ. ১৪৯, ভ-৪।

১. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন:

الْوَالِدُ الْمَوْلُودُ يُقَالُ لِلْوَالِدِ وَالْجَمْعُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ) وَ (أَنْتَى يَكُونُ لَهُ وُلْدٌ) وَيُقَالُ لِلْمُنْتَبِي وَوَالِدٌ، قَالَ: (أَوْ نَتَّخِذُهُ وُلْدًا) وَقَالَ: (وَوَالِدٍ وَمَا وُلْدٌ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْوَالِدُ الْإِبْنُ وَالْإِبْنَةُ وَالْوَالِدُ هُمْ الْأَهْلُ وَالْوَالِدُ.

‘ওয়ালাদ’ অর্থাৎ ‘নবজাতক’ বা ‘ভূমিষ্ঠ শিশু’। একবচন, বহুবচন, ছোট, বড় সবার ক্ষেত্রেই ওয়ালাদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ‘فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ’ - ‘আর যদি কোনো শিশু (সন্তান) না থাকে’। এবং ‘أَنْتَى يَكُونُ لَهُ وُلْدٌ’ - ‘কোথা থেকে তার শিশু (সন্তান) হবে’। আর পালকপুত্রকেও ওয়ালাদ বলা হয়। তিনি বলেন: ‘أَوْ نَتَّخِذُهُ وُلْدًا’ ‘অথবা আমরা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব’। তিনি আরোও বলেন: ‘وَوَالِدٍ وَمَا وُلْدٌ’ ‘আর শপথ জন্মদাতার ও যা কিছু সে জন্ম দিয়েছে’। আবুল হাসান বলেন: ওয়ালাদ হল পুত্র ও কন্যা এবং ওয়ালাদ হল পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি।<sup>৫৫</sup>

২. তাফসিরে হাক্কীতে এ ‘ওয়ালাদ’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

وَالْوَالِدُ الْمَوْلُودُ وَيُقَالُ لِلْوَالِدِ وَالْجَمْعُ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى

আর ওয়ালাদ হল নবজাতক, আর সেটা এক ও অনেক, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সবার ক্ষেত্রেই বলা যায়।<sup>৫৬</sup>

৩. তাফসিরে ইনে আব্বাসে বলা হয়েছে ‘ওয়ালাদ’ অর্থ পুত্র ও কন্যা। যেমন:

{ وَهُوَ يَرِثُهَا } إِنْ مَاتَتْ { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ } ذَكَرٌ أَوْ أَنْتَى

(আর ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে) যদি সে বোন মারা যায় {যদি তার কোনো সন্তান না থাকে} পুত্র ও কন্যা।<sup>৫৭</sup>

৪. তাফসিরে রুহুল বায়ানে বলা হয়েছে:

وَالْوَالِدُ الْمَوْلُودُ وَيُقَالُ لِلْوَالِدِ وَالْجَمْعُ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى

আর ওয়ালাদ হল নবজাতক, আর সেটা এক ও অনেক, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সবার ক্ষেত্রেই বলা যায়।<sup>৫৮</sup>

৫. বিশ্ববিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ আল মু’জামুল ওয়াসীখ এ বলা হয়েছে:

(الْوَالِدُ) كُلُّ مَا وُلِدَ (وَيُطَلَّقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْمُنْتَى وَالْجَمْعُ) (ج) أَوْلَادٌ وَوَالِدَةٌ وَالرَّهْطُ .

<sup>৫৫</sup> আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৫৪৮।

<sup>৫৬</sup> তাফসিরে হাক্কী, পৃ. ১৮৬, ভ-৯।

<sup>৫৭</sup> তানবীরুল মিকবাস ফী তাফসিরি ইবনি আব্বাস, পৃ. ১১২, ভ-১।

<sup>৫৮</sup> তাফসিরে রুহুল বায়ান, পৃ. ১৩৭, ভ-৬।

‘ওয়ালাদ’ হল যা কিছু ভূমিষ্ট হয়। আর উহা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং দ্বিবাচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। এর বহুবচন হল ‘আওলাদ’ ও ‘ওলদাহ’ এবং ‘রাহথ’।<sup>৩৯</sup>

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, ‘ওয়ালাদ’ শব্দের মধ্যমে ভূমিষ্ট শিশুকে বুঝায়। সেজন্য ‘ওয়ালাদ’ শব্দের মাধ্যমে শিশুপুত্র, শিশুকন্যা বা লিঙ্গহীন অথবা হিজড়া সকল শিশুকে বুঝাবে।

কিছু কিছু হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসুল সা. একজন কন্যাকে সম্পদের অর্ধেক দিয়ে বাকি অর্ধেক অন্যকে দিয়েছেন। এ ধরনের হাদিসের ভিত্তিতেও তারা দাবি করেন যে, অন্যকে যেহেতু দিয়েছেন, তাই বোন ‘আছাবা মাআ গায়রিহি’ হবে। কিন্তু এ রকম হাদিস থেকে সন্তানের উপস্থিতিতে ভাইবোনের হিসসা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ রসুল সা. ফারাইজের প্রাথমিক যুগে ভাই-বোনকে দিয়েছেন। তাও বোনকে বা ভাইকে দিয়েছেন এরকম নয়। ভাতিজাকে দিয়েছেন, মুক্তিদাতা মুনিবকে দিয়েছেন এমনকি মুক্তিপ্রাপ্ত সাবেক ক্রীতদাসকে দিয়েছেন বলেও বর্ণিত আছে। রসুল সা. যখন এ সকল লোককে দিয়েছেন তখনও নারীদেরকে মাওলার মর্যাদা দান করে সুরা নিসার ৩৩ নম্বর আয়াত নাযিল হয়নি। উপরোক্ত সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন পাবেন না বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে বিদায় হজের সময়ে। বুখারি ও মুসলিম শরীফে এসেছে:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

হজরত বারা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: ‘সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হল- اللَّهُ - يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ - يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ - অর্থাৎ সুরা নিসার এই ১৭৬ নম্বর আয়াত’।<sup>৪০</sup>

অন্য হাদিসে এসেছে:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَالنَّبِيُّ فِي مَسِيرٍ لَهُ وَالْيَ وَآلِي جَنْبِهِ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ فَبَلَغَهَا النَّبِيُّ حُدَيْفَةَ وَبَلَغَهَا حُدَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَهُ فَلَمَّا اسْتَخَلَفَتْ عُمَرُ سَأَلَ عَنْهَا حُدَيْفَةُ وَرَجَأَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا فَقَالَ حُدَيْفَةُ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَعَاجِزٌ إِنْ ظَنَنْتُ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أَحَدِّثَكَ فِيهَا بِمَا لَمْ أَحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ عُمَرُ لَمْ أَرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ.

মোহাম্মদ বিন সীরিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কালিলা সংক্রান্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন নবি সা. সফরে ছিলেন। তার পাশে ছিলেন হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা.। আয়াত নাযিলের পর রসুল সা. তা হজরত হুযাইফা রা.-এর কাছে পৌঁছে দেন আর তিনি তা হজরত উমর রা.-এর কাছে পৌঁছে দেন, যিনি তার পিছু পিছু চলছিলেন। হজরত উমর রা. যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন আশা করে হুযাইফা রা. তাকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন (কিন্তু ব্যাখ্যা না পেয়ে)। তাকে বললেন: ‘আমি তো দেখছি তোমার শাসন আমাকে বাধ্য করবে তোমাকে কিছু কথা বলতে, যা আমি তখন বলিনি’। তখন হজরত উমর রা. বললেন: ‘আমি এ কথার জবাব দেব না। আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন’।<sup>৪১</sup>

<sup>৩৯</sup> আল মু’জামুল ওয়াসীখ, পৃ. ১০৫৬, ভ-২।

<sup>৪০</sup> মুসলিম- ৪২৩৭, বাবু আখিরু আয়াতিন উনযিলাত; বুখারি- ৪৩৭৭, কিতাবুত তাফসির।

<sup>৪১</sup> তাফসিরুত তাবারী- ১০৮৭৪, পৃ. ৪৩৫, ভ-৯; তাফসিরুত তাবারী- ১০৮৭৪, পৃ. ৪৩৫, ভ-৯।

তাছাড়া এ কথাতো খুবই সর্বজন প্রসিদ্ধ কথা যে, কুরআনের নির্দেশনা থাকলে হাদিস দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না। কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে হাদিসকে বহাল রাখা যায়, কিন্তু হাদিস মানতে গিয়ে কুরআনকে পরিত্যাগ করা যায় না। বরং হাদিসকে বাদ দিয়ে কুরআনের ওপর আমল করতে হয়। আছাবা সংক্রান্ত ব্যাপারেও এ নীতি কার্যকর করতে হবে।

### কন্যার অধিকার ও প্রাপ্য

কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের মতই পিতা-মাতার বংশধারার রক্ষক। আল্লাহ তায়ালা কন্যার গর্ভজাত সন্তানের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবি সা.-এর বংশধারা রক্ষা করেছেন। মৃতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হল তার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি। কন্যার অবস্থা পাঁচটি।

প্রথমত : মৃতের একমাত্র সন্তান হিসাবে যদি একজন মাত্র কন্যা থাকে ও অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সে কন্যা অন্য অংশীদার না থাকার কারণে সমগ্র সম্পদ লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত : অন্য উত্তরাধিকারীদের সাথে মৃতের একমাত্র সন্তান হিসেবে যদি একজন কন্যা সন্তান বর্তমান থাকে, তাহলে অন্য উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের নির্ধারিত হিসসা দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সে অবশিষ্ট অংশের অর্ধাংশ উক্ত কন্যা সন্তান লাভ করবে।

তৃতীয়ত : মৃতের যদি একাধিক কন্যা থাকে ও অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহলে কন্যাগণ মৃতের সমস্ত সম্পদ লাভ করবে। যেমন: কোনো ছেলে থাকলে সে সমস্ত সম্পদ লাভ করে।

চতুর্থত : অন্য উত্তরাধিকারীর সাথে একাধিক কন্যা সন্তান বর্তমান থাকলে, তারা অন্য অংশীদারদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত হিসসা দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তার সবটুকু লাভ করবে।

আর পঞ্চমত : যদি মৃতের সন্তান কয়েকজন ছেলে-মেয়ে হয় এবং অপর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সমগ্র সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। সেক্ষেত্রে সূত্র হবে *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ* - 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিসসা পাবে'। আর অন্য উত্তরাধিকারী থাকলে সে উত্তরাধিকারীগণ তাদের নির্ধারিত হিসসা নেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, মৃতের সন্তানগণ উপরোক্ত সূত্র মোতাবেক সে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে।

এখানে আমরা কেবল কন্যা সন্তান থাকলে এবং অন্য উত্তরাধিকারী না থাকার অবস্থা বিশ্লেষণ করব।

### কন্যা একমাত্র উত্তরাধিকারী

মানুষ তার জীবন কালে সন্তান সন্ততি হাসিল করে ও সম্পদ অর্জন করে। কিন্তু মানুষের কাছে সর্বদাই সম্পদের চেয়ে সন্তানের মূল্য সর্বাধিক। এজন্য সন্তানের কল্যাণ চিন্তা করে মানুষ সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সন্তান যদি পুত্র হয়, তাহলে সে পুত্রের মাধ্যমে মানুষ তার বংশধারা রক্ষা করে। প্রাক ইসলামি যুগে মানুষ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে একটু কম আত্মহীন ছিল। এজন্য তখন কন্যা সন্তানগণ সম্পদে অংশীদারিত্ব পেত না। আর সংগত কারণেই পুত্র না থাকলে মানুষ সম্পদ রেখে যেতে চাইত না। কিন্তু ইসলাম এসে মানুষের সে ধারণা পাল্টে দিল। হজরত সা'দ বিন আবু ওকাস রা.-এর প্রশ্নের উত্তরে রসূল সা. এরশাদ করলেন:

إِنْ تَرَكْتُمْ وَلَدَكُمْ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكْتُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।<sup>৪২</sup>

তাই ইমানদারগণ তাদের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করতে চান। এজন্য মানুষ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত হালাল সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে জন্মলগ্ন থেকেই সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতার অর্থনৈতিক দায়িত্বশীলতার অধীনে থেকে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সন্তানের অর্থনৈতিক দায়িত্বশীল হলেন তাদের পিতা-মাতা। পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে সে সন্তানেরা যাতে অর্থনৈতিক দূরাবস্থার মধ্যে পতিত না হয়, সে জন্য আল্লাহ তায়ালা মৃত পিতা-মাতার সম্পদ সন্তানদের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন। সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক, তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। আর সে কারণেই পিতা-মাতা মারা গেলে সম্পদের উত্তরাধিকারও সে ছেলে-মেয়েদেরই প্রাপ্য। তাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিও পিতা-মাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভর করে।

এ কারণে সন্তানদের জন্য কোনো অংশ উল্লেখ না করেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হল- একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিসসা পাবে (সূরা নিসা, ৪: ১১)।

এখানে আয়াতের প্রথমার্শের দিকে তাকালে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সমস্ত সম্পদ সন্তানদের জন্য। সেখানে সম্পদ শুধু ছেলে সন্তানদের জন্য একথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে যে, সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পদের বন্টন পদ্ধতি হবে- 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিসসা পাবে'-এ সূত্র মতে। 'সিয়াকে কালাম' বা বক্তব্যের ধরন দেখে বুঝা যায় যে, 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিসসা হিসেবে' সন্তানেরা সমস্ত সম্পদ পাবে। আর এ সূত্র মতে একজন মাত্র পুত্র থাকলে সে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে আবার শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সেও সম্পূর্ণ সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। কেননা উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন নেই। একাধিক বৈধ ও যোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকলেই কেবল সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন। যদি কোনো লোক মারা যায় তার একজন অমুসলিম পুত্র ও একজন মুসলিম কন্যা রেখে, তখন সে কন্যা একা সমস্ত সম্পদের মালিকানা হাসিল করবে। অমুসলিম হওয়ার কারণে ছেলে কিছুই পাবে না। কারণ রসুল সা. বলেছেন:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

কোনো মুসলিম তার কোনো অমুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোনো অমুসলিম তার কোনো মুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে না।<sup>৪৩</sup>

<sup>৪২</sup> বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাভ; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছলুহ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুয়; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়াতি বিছ ছলুহ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়াতু বিছ ছলুহ; নাসায়ী- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়াতু ফিছ ছলুহ।

আবার যদি কোনো লোক তার একজন মেয়ে ও একজন ভাই রেখে মারা যায়, তাহলেও মেয়েটি সমস্ত সম্পদ একা লাভ করবে; ভাই কিছুই পাবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

এবং ভাই তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, তবে শর্ত হল বোনটি নিঃসন্তান হতে হবে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ আয়াতে সন্তান না থাকা ভাই-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা নিজে সন্তানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় -

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হল- একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতে সন্তানের আওতায় ছেলে ও মেয়ের কথা বলে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিলেন যে, সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বুঝায়। একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন মাত্র কন্যা সন্তান হলে তার হিস্সা সমগ্র সম্পদ না আংশিক সম্পদ, তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। হজরত উমর, আলী, উসমান, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-সহ অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন মাত্র কন্যা হলে সে সমস্ত সম্পদ লাভ করবে। কিন্তু হজরত য়ায়েদ বিন ছাবিত রা.-সহ কিছু উলামায়ে কেরামের মতে একমাত্র কন্যাসন্তান অর্ধেক সম্পদ লাভ করবে। আর বাকি অর্ধেক লাভ করবে রাষ্ট্রীয় তহবিল বা 'বাইতুল মাল'। বাইতুল মাল না থাকলে কিংবা কোনো অমুসলিম দেশে মৃত্যু বরণ করলে কি হবে, তা অবশ্য তারা বলেন নি।

গুধুমাত্র একাধিক কন্যাসন্তান উত্তরাধিকারী হলে, তাদের অবস্থা

যদি মৃতের উত্তরাধিকারী কয়েকজন কন্যা সন্তানই হন এবং অপর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহলে সে কন্যাসন্তানগুলো মৃতের সকল সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।

কারণ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ-

একজন ছেলে পাবে দু'জন মেয়ের সমান হিস্সা (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ কথাটুকুকে উল্টিয়ে চিন্তা করলে পাওয়া যায় যে, দু'জন মেয়ে পাবে একজন ছেলের সমান হিস্সা। একজন ছেলে যেহেতু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে সমস্ত সম্পদের হকদার হয়, ঠিক তেমনি অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে দু'জন মেয়েও সমস্ত সম্পদের হকদার হবে। আল্লাহ তায়ালা আরোও এরশাদ করেন:

<sup>৪০</sup> মুসলিম- ৪২২৫, বাবু ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া; বুখারি- ৬৩৮৩, বাবু লা ইয়ারিছুল মুসলিম; তিরমিযী- ২৭১১, ইবতালুল মীরাছি বইনাল মুসলিম; আবু দাউদ- ২৯১১, বাবু হাল ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; ইবনু মাজাহ- ২৭২৯, বাবু মীরাছি আহলিল ইসলামমুসলিম- ৪২২৫, বাবু ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া; বুখারি- ৬৩৮৩, বাবু লা ইয়ারিছুল মুসলিম; তিরমিযী- ২৭১১, ইবতালুল মীরাছি বইনাল মুসলিম; আবু দাউদ- ২৯১১, বাবু হাল ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; ইবনু মাজাহ- ২৭২৯, বাবু মীরাছি আহলিল ইসলাম।

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

আমরা (পুরুষ ও নারীর) প্রত্যেককে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যাবেন তাতে মাওলা বানিয়েছি (সুরা নিসা, ৪: ৩৩)।

এ আয়াতে যেহেতু নারীকেও আল্লাহ তায়ালা মাওলা বা আছাবার মর্যাদা দিয়েছেন, সে জন্য একাধিক মেয়েও আছাবা হয়ে সমস্ত সম্পদের মালিকানা হাসিল করবে।

কন্যা সন্তান নিছক যবীল ফুরাজের অন্তর্ভুক্ত উত্তরাধিকারী বলে যারা মনে করেন, তারা দু'জন কন্যার হিসসার ব্যাপারেও ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে কন্যা সন্তান একজন হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পায়, একাধিক হলে দু'তৃতীয়াংশ পায় এবং তাদের সাথে ছেলে সন্তানও থাকলে একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিসসা হিসেবে অতিরিক্ত অংশে অংশীদার হয়। একাধিক কন্যা সন্তান যে দু'তৃতীয়াংশ পায়, তার প্রমাণ হিসেবে তারা সুরা নিসার ১২ নম্বর আয়াতকে পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

সুতরাং যদি তারা দু'এর অধিক কন্যা সন্তান হয়, তবে তারা দু'তৃতীয়াংশ পাবে সে যা কিছু ছেড়ে যাবে, তা থেকে (সুরা নিসা, ৪: ১২)।

পক্ষান্তরে, হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, মেয়ে ও বোনেরা মাওলার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তারা তাদের সম-স্তরের ছেলে ও ভাইদের সাথে একত্রে থাকলেও মাওলা একা থাকলেও মাওলা বলে বিবেচিত হবেন। এ কারণে তারা মোট সম্পদ লাভ করতে পারেন। এ মতবাদের স্বপক্ষে দলিল হল নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

একজন পুত্র সন্তানের হিসসা হবে দু'জন কন্যা সন্তানের হিসসার সমান (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতাতাংশ থেকে জানা যায় যে, একজন ছেলে ঠিক ততটুকু পাবে, দু'জন মেয়ে যতটুকু পাবে। এখন দু'জন মেয়ে সমস্ত সম্পদ লাভ করতে না পারলে একজন ছেলেও কোনো ভাবেই সমস্ত সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। এখানে এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে ছেলে মেয়ে মিশ্রিত অবস্থায় থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে, অন্যথায় নয়। কারণ মিশ্রিত অবস্থায় থাকার কোনো শর্ত কুরআনের আয়াতে বর্তমান নেই।

২. আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

আর আমরা (পুরুষ ও নারীর) প্রত্যেককে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যাবেন তাতে মাওলা বানিয়েছি (সুরা নিসা, ৪: ৩৩)।

এ আয়াতে মাওলা অর্থই হল আছাবা, যা হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কাতাদা রাহ. মুজাহিদ রাহ. ইবনে য়ায়েদ রাহ.-এর কৃত তাফসির ও মহানবি সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়। আর মেয়েরা আছাবা হলে তারা সমস্ত সম্পদই পাবে।

৩. পুরুষ আছাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে আছাবা বলে পরিগণিত নন। তখন তারা হয়ত যবীল ফুরূজ হবেন অথবা বঞ্চিত থাকবেন। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

আর মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবেন তাতে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন যদি তার কোনো সন্তান থাকে (সূরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, কন্যা সন্তান থাকলে পিতার মতো সর্বাধিক শক্তিশালী আছাবাও ‘যবীল ফুরূজ’ বলে পরিগণিত হবেন এবং এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত হিসসা লাভ করবেন। তখন তিনি আছাবা হিসেবে পরিগণিত হয়ে এক ষষ্ঠাংশের অতিরিক্ত পাবেন না। পিতার পরে দ্বিতীয় শক্তিশালী আছাবা হলেন ভাই। কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে সে ভাই কোনো হিসসাই পাবেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেন:

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

আর ভাই বোনের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী হবে, তবে শর্ত হল যদি সে মৃত বোনের কোনো সন্তান না থাকে (সূরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ আয়াতে ভাইয়ের হিসসা পাওয়ার জন্য মৃতকে নি:সন্তান হওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে।

৪. সূরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতটি ইলমুল ফারাইজ সংক্রান্ত সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হওয়ার কারণে এ আয়াতের মাধ্যমে আগেকার সকল ছকুমের ওপরে এ আয়াতের বিধান প্রাধান্য পেয়েছে। হজরত সা'দ বিন রাবী' রা. সংক্রান্ত হাদিসসহ কিছু হাদিসে কন্যাদেরকে নির্ধারিত হিসসা দিয়ে বাকি সম্পদ ভাইদেরকে রসুল সা. দিয়েছেন বলে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সর্বশেষ নাযিলকৃত এ আয়াতের মাধ্যমে উহার কার্যকারিতা রহিত হয়ে গিয়েছে। কারণ হজরত বারা ইবন আযিব রা. বলেন:

أَخْرُ آيَةَ أَنْزَلْتَ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হল- الْكَلَالَةِ - অর্থাৎ সূরা নিসার এই ১৭৬ নম্বর আয়াত।<sup>৪৪</sup>

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা কন্যাদেরকে প্রথমে শুধু হিসসাদার ঘোষণা করেন, অনেক পরে ঘোষণা করেন যে, পুরুষ নারী সবাইকে মাওলা বানিয়েছি। আর দশম হিজরি সনে বিদায় হজের প্রাক্কালে সন্তানদের উপস্থিতিতে ভাই-বোন পাবে না বলে নির্দেশনা দান করেন।

<sup>৪৪</sup> মুসলিম- ৪২৩৭, বাবু আখিরু আয়াতিন উনযিলাত; বুখারি- ৪৩৭৭, কিতাবুত তাফসির।